নবোদয় সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদ

এর সংঘ স্মারক ও গঠনতন্ত্র

সোসাইটিজ রেজিষ্ট্রশন এ্যাক্ট (এ্যাক্ট নং ২০ অব ১৮৬০) মোতাবেক নবোদয় সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদ - এর সংঘ স্মারক

ধারা-১। এই সোসাইটির নামঃ
নবোদয় সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদ

ধারা-২। এই সোসাইটির রেজিষ্ট্রার কার্যালয়ের ঠিকানাঃ
গ্রাম ও ডাকঃ রিকাবী রাজার (বর্তমানে মিরকাদিম পৌরসভা) জেলাঃ মুন্সীগঞ্জ।

ধারা-৩। এই সোসাইটির কর্ম এলাকাঃ
সমগ্র বাংলাদেশ

ধারা-৪। সোসাইটির আদর্শ ও উদ্দেশ্য সমূহঃ
ক) সাহিত্য সংস্কৃতির বিকাশে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো এবং এই লক্ষ্যে নিয়মিত আলোচনা সভা, সেমিনার, ম্যাগাজিন প্রকাশ করা সহ যে কোন অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধভাবে প্রতিরোধ গড়ে তোলা।
খ) গরীব জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য উন্নয়নে চিকিৎসা কেন্দ্র, মাতৃসদন, দাতব্য চিকিৎসালয়, হাসপাতাল এবং শিশু সদন স্থাপন করা।
গ) স্বাস্থ্য উন্নয়নে গৃহীত কর্মসূচীর সাথে মাঝে মধ্যে ভ্রাম্যমান চক্ষুশিবির, ক্লিনিক বা চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন করা।
ঘ) পরিবার পরিকল্পনাকে আরো কার্যকর পদ্ধতিতে বাস্তবায়িত করার জন্যে প্রয়োজনীয় সকল প্রকার কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা।
ঙ) দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে স্বাবলম্বী করার প্রয়োজনে প্রশিক্ষণ সহ ঋণ কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা।
চ) বিভিন্ন ধরনের প্রকাশনার ব্যবস্থা করা।
ছ) সাধারণ শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা, নারী শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
জ) দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য উন্নয়নের স্বার্থে সেনিটেশনের ওপর প্রশিক্ষণ ও স্বল্প মূল্যে সেনিটেশন সামগ্রী বিতরণের ব্যবস্থা করা।
ঝ) বৃক্ষরোপন বা বনায়ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা।
ঞ) প্রয়োজনীয় যে কোন প্রকল্পের উপর ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহন ও বাস্তবায়ন করা।
ট) দেশী ও বিদেশী যে কোন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি ভিত্তিক যে কোন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা। (যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে)
ঠ) অবসর প্রাপ্ত বৃদ্ধ, বিধবা, ব্যাধিগ্রস্ত ও পতিতালয়ে অবস্থানরত বিপথগামীদের পূনর্বাসনের জন্য প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।
ড) দরিদ্র বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের জন্য চিকিৎসা ও অন্যান্য বিশেষ কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়ন এবং কর্মক্ষম বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের জন্য বৃত্তিমূলক কর্মসূচী গ্রহণ এবং অসহায় বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের জন্য আবাসিক কর্মসূচী গ্রহণ করা।
ঢ) শিক্ষা ক্ষেত্রে সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরন পূর্বক সকলের জন্য শিক্ষার সমান সুযোগ সম্প্রসারণ করা।

ধারা-৫। এই সোসাইটির আয় ও ব্যয়ঃ

১. আয়ের খাত সমূহ ঃ

ক) সদস্যদের চাঁদা
খ) এককালিন দান
গ) ভর্তি ফি
ঘ) প্রশিক্ষণ ফি
ঙ) সোসাইটির তত্ত্বাধানে পরিচালিত বিভিন্ন প্রকল্প থেকে আয়
চ) বিদেশী সাহায্য সংস্থা থেকে অনুদান বা আয়; তবে বিদেশী অনুদানের ক্ষেত্রে ১৯৭৮ সনের ‘‘ফরেন ডোনেশন ভলান্টরি একটিভিটিস অধ্যাদেশ‘‘ মোতাবেক।
ছ) বিবিধ

২. ব্যয়ের খাত সমূহঃ বার্ষিক বাজেট অনুযায়ী ঃ

ক) অফিস ভাড়া
খ) কর্মচারী বেতন
গ) প্রকল্প খাতে ব্যয়
ঘ) বিবিধ

ধারা-৬। অবসায়ন ঃ

ক) অত্র সোসাইটির অবসায়ন ঘটাতে হলে সাধারণ পরিষদের তিন পঞ্চমাংশ সদস্যের সম্মতি ও নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে করাতে হবে।
খ) এই সোসাইটির কার্যনির্বাহী কমিটির ১১ (এগার জন) সদস্য কর্তৃক প্রত্যায়নকৃত গঠনতন্ত্রের একটি অনুলিপি এতদসঙ্গে সংযুক্ত করা হলো।

নিম্মলিখিত ব্যক্তিগণের সমন্বয়ে প্রথম কার্যনির্বাহী কমিটি গঠিত হল।

ক্রমিক নং	নাম ও ঠিকানা	পেশা	পদবী
১।	মফিজুল ইসলাম যাদু গ্রাম ও ডাকঃ রিকাবী বাজার জেলাঃ মুন্সীগঞ্জ	সমাজকর্মী	সভাপতি
২।	হাজী মোঃ ফারুক মোল্লা গ্রামঃ নগর কসবা ডাকঃ রিকাবীবাজার জেলাঃ মুন্সীগঞ্জ	সমাজকর্মী	সহ-সভাপতি
৩।	ম. মনিরুজ্জামান শরীফ গ্রাম ও ডাকঃ রিকাবীবাজার	সমাজকর্মী	সাধারণ সম্পাদক

	জেলাঃ মুন্সীগঞ্জ		
৪।	তাজুল ইসলাম আমান গ্রাম ও ডাকঃ রিকাবীবাজার জেলাঃ মুন্সীগঞ্জ	সমাজকর্মী	সহ-সাধারণ সম্পাদক
৫।	সাদেক হোসেন মুকুল গ্রাম ও ডাকঃ রিকাবীবাজার জেলাঃ মুন্সীগঞ্জ	ব্যবসা	সাংগঠনিক সম্পাদক
৬।	মুহাম্মদ হুমায়ুন মাকসুদ হিমু গ্রামঃ রামগোপালপুর ডাকঃ রিকাবীবাজার জেলাঃ মুন্সীগঞ্জ	ব্যবসা	অর্থ বিষয়ক সম্পাদক
৭।	শেখ আতাউর রহমান মফিজ গ্রামঃ নুরপুর, ডাকঃ রিকাবীবাজার জেলাঃ মুন্সীগঞ্জ	ব্যবসা	দপ্তর ও প্রচার সম্পাদক
৮।	তাহের মোঃ শায়েখ গ্রাম ও ডাকঃ রিকাবীবাজার জেলাঃ মুন্সীগঞ্জ	ব্যবসা	সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক
৯।	গোলজার হোসেন গ্রাম ও ডাকঃ রিকাবীবাজার জেলাঃ মুন্সীগঞ্জ	ব্যবসা	শিক্ষা সম্পাদক
১০।	মোঃ আজম খাঁ পিন্টু গ্রাম ও ডাকঃ রিকাবীবাজার জেলাঃ মুন্সীগঞ্জ	ব্যবসা	ক্রীড়া সম্পাদক
১১।	মোঃ মফিজুর রহমান রজন গ্রাম ও ডাকঃ রিকাবীবাজার জেলাঃ মুন্সীগঞ্জ	ব্যবসা	যুব কল্যান বিষয়ক সম্পাদক

ধারা-৭। সোসাইটির সদস্যপদ লাভের যোগ্যতাঃ

সমিতির কর্ম - এলাকার মধ্যে অবস্থিত যে কোন ব্যক্তি সদস্য হতে পারবে।

ক) সদস্যপদ প্রার্থীকে অবশ্যই কর্ম - এলাকার স্থায়ী নাগরিক হতে হবে।
খ) সমিতির সকল প্রকার নিয়ম-কানুন মেনে চলতে বাধ্য থাকতে হবে এবং এই মর্মে একটি প্রতিজ্ঞা পত্রে সই করতে হবে।
গ) যে কোন সদস্যের সদস্যপদ দানে কার্যকরী পরিষদের অনুমোদন প্রয়োজন হবে।

ধারা-৮। সদস্যপদের শ্রেণী বিভাগঃ

এই সোসাইটিতে দুই ধরনের সদস্য থাকবে ঃ-

ক) সাধারণ সদস্য ঃ ধারা-৭ এ বর্ণিত শর্তাবলী সাপেক্ষে সদস্য পদ লাভের জন্য বিবেচিত যে কোন সদস্য ভর্তি ফি ২৫/ (পঁচিশ) টাকা এবং বার্ষিক চাঁদা ১০০/ (একশত) টাকা প্রদান করে সদস্য হতে পারবেন।

খ) আজীবন সদস্য ঃ কোন সদস্য এককালীন ৫ (পাঁচ) হাজার টাকা বা এর সমপরিমাণ সম্পত্তি দান করলে কিংবা সমিতির স্বার্থে এমন কোন কাজ করে দিলে, যার আর্থিক মূল্য ৫ (পাঁচ) হাজার টাকা হবে অথবা দেশের বাহিরে সোসাইটির মর্যাদা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে যদি কোন কাজ করে থাকে, তাহলে তাকে সমিতির আজীবন সদস্য বলে গণ্য করা হবে। তবে কার্যনির্বাহী পরিষদের তিন ভাগের দুই ভাগ সদস্যের অনুমোদন থাকতে হবে। আজীবন সদস্যদের কোন ভোটাধিকার থাকবে না।

ধারা-৯। সদস্য পদ বাতিলঃ

কার্যনির্বাহী পরিষদ ও সাধারণ পরিষদ সদস্যদের ক্ষেত্রে নিম্ন লিখিত কারণে সমিতির সদস্যপদ বাতিল বলে গণ্য হবে।

ক) ১ (এক) বৎসরের অধিক সময়ের চাঁদা বাকী থাকলে
খ) পর পর তিনটি সভায় কোন কারণ প্রদর্শন ব্যতিরেকে অনুপস্থিত থাকলে।
গ) সমিতির স্বার্থের পরিপন্থি কোন কাজ প্রমাণিত হলে।
ঘ) মৃত্যু, পাগল, দেউলিয়া জনিত এবং কোর্ট কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হলে।
ঙ) রাষ্ট্রবিরোধী কোন কাজে জড়িত বলে প্রমাণিত হলে।

আজীবন সদস্যদের ক্ষেত্রেঃ

ক) আজীবন সদস্যগণ এমন কোন কাজ করলে যা সমিতির জন্য মারাত্মক ক্ষতির কারণ হবে, তবে তার সদস্যপদ কার্যকরী পরিষদের তিন ভাগের দুই অংশের ভোটের অনুমোদন সাপেক্ষে বাতিল বলে গণ্য হবে।
খ) রাষ্ট্রবিরোধী কোন কাজে জড়িত বলে প্রমাণিত হলে।
গ) মৃত্যু, পাগল, দেউলিয়া জনিত এবং কোর্ট কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হলে।
ঘ) সমিতির ভিতর কোন প্রকার ষড়যন্ত্রমূলক কার্য ধরা পড়লে।

ধারা-১০। সদস্যপদ পুনর্বহালঃ

যে কারণে সদস্যের সদস্যপদ বাতিল হয়েছে তাকে উপযুক্ত কারণ দর্শায়ে সদস্যপদ পুনর্বহালের জন্য ১০০/ (একশত) টাকা ফি প্রদান পূর্বক কার্যনির্বাহী পরিষদের নিকট জমা দিতে হবে। পরে পরিষদের বিবেচনাক্রমে সদস্যপদ পুনর্বহাল করা যাবে। আজীবন সদস্যদের বেলায় এ ধারা প্রযোজ্য হবে না।

ধারা-১১। শাখা অফিসঃ

সমিতির সদস্যদের সেবা ও উন্নয়নের লক্ষ্যে কর্ম এলাকার যে কোন স্থানে শাখা অফিস খুলতে পারবে। তবে তা কার্যনির্বাহী পরিষদের তিন ভাগের দুই অংশের অনুমোদন সাপেক্ষে হতে হবে।

ধারা-১২। এই সোসাইটির পরিষদ সমূহঃ

সোসাইটির কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য সোসাইটির অভ্যন্তরে সর্বমোট তিনটি পরিষদ থাকবেঃ-

ক) সাধারণ পরিষদ,
খ) কার্যনির্বাহী পরিষদ,
গ) উপদেষ্টা পরিষদ

ক) সাধারণ পরিষদের গঠন পদ্ধতি, ক্ষমতা ও কার্যাবলী ঃ

সকল সদস্যই সাধারণ পরিষদের সদস্য। সাধারণ পরিষদের সদস্যদের প্রত্যেকেরই ভোট দেয়ার ক্ষমতা থাকবে। সমিতির আইন-কানুন প্রণয়ন ও অনুমোদন এই পরিষদ করবে। কার্যনির্বাহী পরিষদের উপর এই পরিষদের সার্বভৌম ক্ষমতা থাকবে। বৎসরে কমপক্ষে একবার এই পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হবে। এই পরিষদ কার্যনির্বাহী পরিষদের কার্যাবলী তদারক এবং হিসাব-নিকাশ নিতে পারবে।

প্রয়োজন হলে বা এমন কোন পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে সাধারণ পরিষদের তিন ভাগের দুই ভাগ সদস্যদের ভোটে কার্যনির্বাহী পরিষদের সময়সীমা পার হওয়ার পূর্বেই কার্যকরী পরিষদ বাতিল করে ৬০ দিনের মধ্যে পুনঃ নির্বাচন দিয়ে কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠন করতে পারবে। সাধারণ পরিষদ সকল সময়ই কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠন করবে।

খ) কার্যনির্বাহী পরিষদের গঠন পদ্ধতি, ক্ষমতা ও কার্যাবলী ঃ-

সাধারণ পরিষদ কর্তৃক নিম্নলিখিত পদবী বা ছক অনুযায়ী কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠিত হবে। এই পরিষদ দুই বৎসরের জন্য নির্বাচিত হবে। গঠনতন্ত্র অনুযায়ী যাবতীয় কাজ এই পরিষদ সম্পাদনা করবে। নিম্নলিখিত কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে এই পরিষদ গঠিত হবেঃ-

০১)	সভাপতি	- ১ জন
০২)	সহ-সভাপতি	- ১ জন
০৩)	সাধারণ সম্পাদক	- ১ জন
০৪)	সহ-সাধারণ সম্পাদক	- ১ জন
০৫)	অর্থ বিষয়ক সম্পাদক	- ১ জন
০৬)	দপ্তর ও প্রচার সম্পাদক	- ১ জন
০৭)	সাংগঠনিক সম্পাদক	- ১ জন
০৮)	সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক	- ১ জন
০৯)	ক্রীড়া সম্পাদক	- ১ জন
১০)	শিক্ষা সম্পাদক	- ১ জন
১১)	যুব কল্যান বিষয়ক সম্পাদক	- ১ জন
মোট		১১ জন

সভাপতিঃ

তিনি সমিতির প্রধান। সেহেতু তিনি সমিতির সুনাম ও দুর্নামের জন্য দায়ী। তিনি পদাধিকার বলে সংগঠনের সকল সভায় সভাপতিত্ব করবেন। সমিতির অভ্যন্তরে যে কোন সভায় ভোটা-ভোটি সমান হলে তিনি সেখানে বিশেষ ক্ষমতা বলে কাষ্টিং ভোট প্রদান করবেন।

সহ-সভাপতিঃ

সভাপতির অনুপস্থিতিতে সহ-সভাপতি তার সকল কার্য পরিচালনা করবেন এবং সভাপতির যাবতীয় কাজে সহায়তা করবেন

সাধারণ সম্পাদকঃ

সমিতির যাবতীয় কাজ-কর্ম তার উপরে থাকবে। সভাপতির সাথে পরামর্শপূর্বক তিনি সভা আহবান করবেন। তিনি সমিতির সমস্ত কাজ ও কাগজপত্রের জন্য দায়ী থাকবেন। সকল প্রকার পত্র আদান-প্রদান করবেন এবং সরকারী ও বেসরকারী অফিস আদালতে যোগাযোগ স্থাপন করবেন। বাৎসরিক সভার রিপোর্ট পেশ করবেন। তিনি সোসাইটির সমস্ত খরচ খাতায় লিপিবদ্ধ করবেন, বাজেট প্রণয়ন করবেন। সমিতি কর্তৃক গৃহীত সকল প্রকার উন্নয়ন কর্মকান্ড তিনি পরিচালনা করবেন। প্রকল্প পরিচালনার ব্যাপারে তিনি সভাপতির অনুমতিক্রমে আর্থিক লেনদেন করতে পারবেন, তবে পরবর্তী নির্বাহী পরিষদের সভায় ইহার অনুমোদন নিতে হবে। সভাপতি অথবা তিনি কোষাধ্যক্ষের সাথে ব্যাংক এ্যাকাউন্ট যৌথ স্বাক্ষরে করবেন। তিনি সমিতির সমস্ত টাকা-পয়সার হিসাব রক্ষনা-বেক্ষন করবেন। সদস্যদের নিকট হতে চাঁদা আদায় করবেন। আদায়কৃত টাকা ৭ দিনের মধ্যে ব্যাংকের এ্যাকাউন্টে জমা করবেন।

সহ-সাধারণ সম্পাদকঃ

সাধারণ সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে সহ-সাধারণ সম্পাদক দায়িত্ব পালন করবেন এবং তার কাজে সহায়তা করবেন।

অর্থ বিষয়ক সম্পাদক ঃ
সমিতির সকল প্রকার হিসাব-নিকাশ রক্ষনা-বেক্ষন করবেন।

দপ্তর ও প্রচার সম্পাদক ঃ
দপ্তর সহ সমিতির প্রকাশনা ও প্রচারে কার্যের সার্বিক দায়িত্ব পালন করবেন।

সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ
সমিতির সকল সাংগঠনিক বিষয়ক দায়িত্ব পালন করবেন।

সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক ঃ
সমিতির সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক দায়িত্ব পালন করবেন।

ক্রীড়া সম্পাদক ঃ
সমিতির অভ্যন্তরে সকল প্রকার খেলাধুলার ব্যবস্থা করবেন।

শিক্ষা সম্পাদক ঃ
সমিতির সকল সদস্যদের মধ্যে সমন্বয় রক্ষার দায়িত্ব সহ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত সকল দায়িত্ব পালন করবেন।

যুব কল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক ঃ
তিনি যুব কল্যাণ বিষয়ক সকল প্রকার দায়িত্ব সম্পাদনা করিবেন।

গ) উপদেষ্টা পরিষদের গঠন পদ্ধতি, ক্ষমতা ও কার্যাবলী ঃ
সাধারণ পরিষদ তাদের কার্য পরিচালনার স্বার্থে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সমন্বয় ৫ (পাচঁ) সদস্য বিশিষ্ট একটি উপদেষ্টা পরিষদ নিয়োগ করবেন। উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যগণ সময় সময় পরামর্শ প্রদান করবেন। এই পরিষদের সদস্যদের কোন ভোটাধিকার থাকবে না বটে, তবে এই পরিষদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে কার্যনির্বাহী পরিষদ ভেঙ্গে যাবে এবং ৬০ দিনের মধ্যে পুনঃ নির্বাচনের মাধ্যমে কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠন করতে হবে। উপদেষ্টা পরিষদের নির্দেশ পালনে কার্যনির্বাহী পরিষদ বাধ্য থাকবে।

ধারা- ১৩ ঃ এই সোসাইটির নির্বাচনঃ

ক) প্রতি দুই বৎসর পর পর কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।
খ) গোপন ব্যালটের মাধ্যমে অথবা হাত উঠিয়ে সমস্ত সদস্যদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।
গ) নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয়ে রিটার্নিং অফিসারের সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত বলে গণ্য হবে।
ঘ) সোসাইটির সাথে যুক্ত নন এমন ব্যক্তি যিনি গণ্যমান্য নাগরিক তাকে রিটার্নিং অফিসার নিযুক্ত করা হবে।
ঙ) সাধারণ পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের অনুমোদন সাপেক্ষে রিটানিং অফিসার নিযুক্ত করতে হবে।
চ) নির্বাচনের কমপক্ষে ২৫ দিন পূর্বে ভোটার তালিকা প্রধান কার্যালয়ে টানিয়ে দিতে হবে।

ধারা-১৪ ঃ সভা সমূহ ঃ

এই সোসাইটিতে (চার) ধরনের সভা অনুষ্ঠিত হবে। যেমনঃ
(ক) সাধারণ পরিষদের সভা
(খ) কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা
(গ) জরুরী সভা
(ঘ) তলবী সভা

(ক) সাধারণ পরিষদের সভাঃ
বার্ষিক এই সভা কমপক্ষে ১৪ দিনের নোটিশে সাধারণ সম্পাদক আহবান করবেন। তিন ভাগের এক ভাগ সদস্যদের উপস্থিতিতে এই সভার কোরাম হবে।

(খ) কার্যনির্বাহী পরিষদের সভাঃ
কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা কমপক্ষে ৭ দিনের নোটিশে সাধারণ সম্পাদক আহবান করবেন। কার্যনির্বাহী পরিষদের অর্ধেকের বেশী সদস্যদের উপস্থিতিতে সভার কোরাম হবে।

(গ) জরুরী সভাঃ
জরুরী প্রয়োজনে ২৪ ঘন্টার নোটিশে কার্যনির্বাহী পরিষদের সভাপতি অথবা সাধারণ সম্পাদক সভা আহবান করতে পারবেন। অর্ধেকের বেশী সদস্যদের উপস্থিতিতে এই সভার কোরাম হবে।

(ঘ) তলবী সভাঃ
তিন ভাগের এক ভাগ সদস্যদের লিখিত অনুরোধে সভাপতি অথবা সাধারণ সম্পাদক পরিষদের সভা ৭ দিনের নোটিশে আহবান করতে পারবেন। তিন ভাগের এক ভাগ সদস্যদের উপস্থিতিতে এই সভার কোরাম হবে।

ধারা-১৫ ঃ এই সোসাইটির আয়-ব্যয় ও তহবিল ঃ

(ক) সদস্যদের ভর্তি ফি, মাসিক চাঁদা, এককালিন অনুদান, প্রকল্প আয় ও অন্যান্য খাত হতে প্রাপ্ত আয় দ্বারা সমিতির তহবিল গঠিত হবে। সীল মোহরযুক্ত পাকা রশিদ বইয়ের মাধ্যমে কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক নিযুক্ত সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক/কোষাধ্যক্ষ চাঁদা আদায় করবেন।

(খ) সমিতির নামে ব্যাংকে একটি যৌথ এ্যাকাউন্ট থাকবে। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষের যৌথ স্বাক্ষরে এই এ্যাকাউন্ট পরিচালিত হবে।

(গ) সমিতির যে কোন খরচ কার্যকরী পরিষদের অনুমোদিত বাজেট সাপেক্ষে করা হবে। যে অংকের পরিমাণই হোক না কেন কার্যকরী পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে টাকা খরচ এবং ব্যাংক থেকে উঠানো যাবে। এর জন্য সাধারণ পরিষদের সভা আহবান করা প্রয়োজন হবে না।

(ঘ) যে কোন কর্মসূচী কার্যকরী পরিষদ গ্রহণ করতে পারবেন এবং এর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থও খরচ করতে পারবেন। তবে অবশ্যই তা সদস্যদের উন্নয়নের লক্ষ্যে হতে হবে।

(ঙ) সমিতির হিসাব পরীক্ষার জন্য সরকার অনুমোদিত অডিটর দ্বারা বৎসরে কমপক্ষে একবার হিসাব পরীক্ষা করাতে হবে।

(চ) সমিতির জন্য কোন সম্পত্তি ক্রয়, অফিস ভাড়া, আসবাবপত্র ক্রয় ও অন্যান্য ক্রয়-বিক্রয় ক্ষমতা কার্যকরী পরিষদের থাকবে। তবে সাধারণ পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে হতে হবে।

ধারা-১৬ ঃ সমিতি কর্তৃক পরিচালিত কার্যক্রমে কর্মচারী নিয়োগ ঃ

(ক) সমিতি কর্তৃক পরিচালিত কার্যক্রমে কোন কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করতে হলে কার্য-নির্বাহী কমিটি কর্তৃক গঠিত উপ-কমিটি পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে তা করবেন।

(খ) বেসরকারী চাকুরী বিধি অনুযায়ী কর্মরত কর্মচারীগণ সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করবেন।

ধারা-১৭ ঃ নিরীক্ষা ঃ

সমিতির আয় ব্যয়ের হিসাব নির্ভুল প্রমাণ করার জন্য প্রতি বৎসর চার্টাড একাউন্টটেন্ট নিয়োগ করে তা করাতে হবে এবং হিসাবের বিবরণ বার্ষিক সাধারণ সভায় পেশ করতে হবে।

ধারা- ১৮ ঃ গঠনতন্ত্র সংশোধন, পরিবর্তন ও সংযোজন ঃ

সাধারণ পরিষদের দুই তৃতীয়াংশ সদস্যদের অনুমোদন সাপেক্ষে গঠনতন্ত্র সংশোধন, পরির্তন ও সংযোজন করা যাবে। তবে উহা অবশ্যই নিবন্ধীকরণ কর্তৃকপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে হতে হবে।

নবোদয়ের গঠনতন্ত্রের কপিটি সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক এর কাছ থেকে পাওয়া।

তৈয়ব আহমেদ শেখ
রামগোপালপুর, মিরকাদিম পৌরসভা, মুন্সীগঞ্জ - ১৫০১
ই-মেইলঃ **taiyabs**...@mirkadim.com, @munshigonj.com, @gmail.com
তারিখঃ ১লা ডিসেম্বর ২০০৬